দৃষ্টির হিফাযত ও কু-দৃষ্টির ভয়াবহতার বর্ণনা
সম্বলিত সংশোধন মূলক একটি লিখিত বক্তব্য

এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি

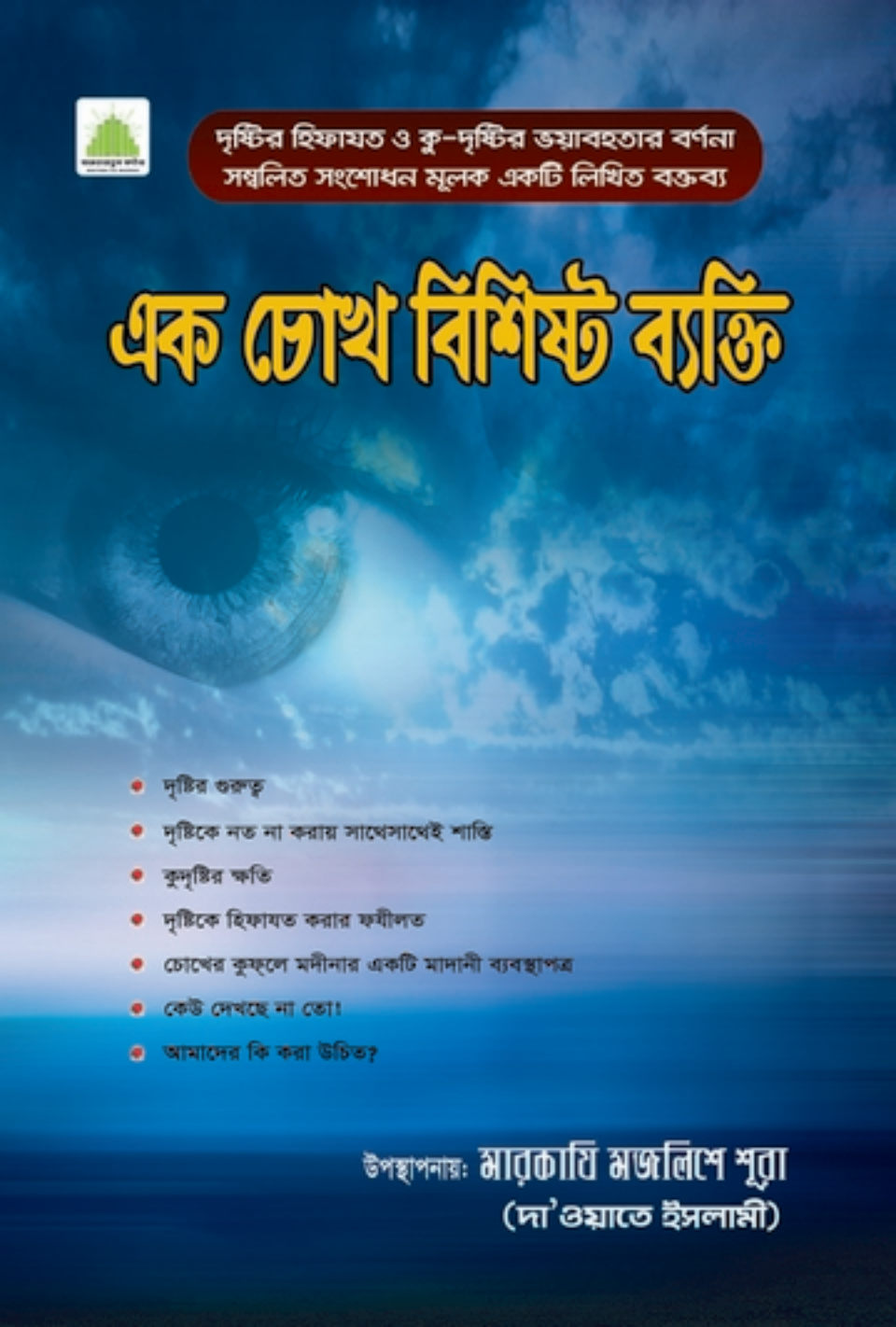

- দৃষ্টির গুরুত্ব
- দৃষ্টিকে নত না করায় সাথেসাথেই শাস্তি
- কুদৃষ্টির ক্ষতি
- দৃষ্টিকে হিফাযত করার ফযীলত
- চোখের কুফ্‌লে মদীনার একটি মাদানী ব্যবস্থাপত্র
- কেউ দেখছে না তো!
- আমাদের কি করা উচিত?

উপস্থাপনায়: মারকাযি মজলিশে শূরা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	১. পুরুষের নিজের স্ত্রীর দিকে তাকানো	২৩
এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি	৩		
নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবানকে দিয়ে দোয়া করানো	৫	২. পুরুষের মাহরিমদের দিকে তাকানো	২৩
বাচ্চারা! দোয়া করো ওমর যেনো ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়	৬	৩. পুরুষের স্বাধীন পরনারীর দিকে তাকানো	২৪
জানিনা করা দোয়া কবুল হয়ে যায়	৬	দৃষ্টি হিফাযতের ফযীলত	২৭
অনুশোচনা	৬	ইবলিসের বিষাক্ত তীর	২৭
দৃষ্টির গুরুত্ব	৭	চোখ আগুনে পূর্ণ করে দেওয়া হবে	২৮
দ্বিতীয়বার দৃষ্টি প্রদান করো না	৯	আগুনের শলাকা	২৮
প্রথম দৃষ্টি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?	৯	নারীর চাদরও দেখো না	২৯
হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তবে কি করবে?	১০	মুস্তফার দৃষ্টি	৩০
		চোখের কুফ্‌লে মদীনার জন্য মাদানী ব্যবস্থাপত্র	৩১
দৃষ্টিকে নত না করার সাথেসাথেই শাস্তি	১০		
		"**আল্লাহ** আসমান থেকে দেখছেন" এটা বলা কি ঠিক?	৩১
কামিল মুমিনের পরিচয়	১১		
দা'ওয়াতে ইসলামীর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১২	প্রচার মাধ্যম	৩২
		কেউতো আর দেখছে না!	৩৪
কু-দৃষ্টি দেয়া থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো	১৫	দৃষ্টি নত রাখার এক অনন্য উপায়	৩৪
		অন্যের দিকে মনোযোগী হওয়ার শাস্তি	৩৫
কু-দৃষ্টির ক্ষতি	১৭		
তাকানো ও না তাকানোর বিভিন্ন অবস্থা	১৮	আমাদের কি করা উচিত	৩৬
		মোটর সাইকেল বিক্রি করে দিলেন	৩৭
(১) পুরুষ পুরুষের দিকে তাকানো	১৯	তথ্যসূত্র	৩৯
(২) মহিলা মহিলার দিকে তাকানো	২১		
(৩) মহিলার পুরুষের দিকে তাকানো	২২		
(৪) পুরুষের মহিলার দিকে তাকানো	২২		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি(১)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً . অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি

হযরত কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যুগে একবার অনাবৃষ্টি হলো, লোকেরা হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দরবারে আবেদন করলো:

---

১. মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী ও মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা আবু হামিদ হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি ৪ যিলক্বদ ১৪৩০ হিজরি, ২৩ অক্টোবর ২০০৯ সালে মসজিদে বীর (দুবাই) এ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেন। ১০ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরি, ২৩ জানুয়ারী ২০১৩ সালে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করার পর লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
(দা'ওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

২. তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, বাবু মাজা ফি ফদ্বলিস সালাতি আলান নবী, ২/২৭, হাদীস নং- ৪৮৪।

www.dawateislami.net

হে কলিমুল্লাহ! দোয়া করুন যেনো বৃষ্টি হয়। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: اُخْرُجُوْا مَعِیَ اِلَی الْجَبَل আমার সাথে পাহাড়ে চলো। সব লোক তাঁর সাথে চললো তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ঘোষণা করলেন: لَا يَتْبَعُنِیْ رَجُلٌ اَصَابَ ذَنْبًا আমার সাথে এমন কোন লোক আসবে না, যে কোন গুনাহ করেছে। একথা শুনে সবাই ফিরে গেলো, শুধুমাত্র (বুরুখুল আবিদ নামক) একজন এক চোখা ব্যক্তি তাঁর সাথে যেতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: اَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ؟ তুমি কি আমার কথা শুনোনি? আরয করলো: শুনেছি। জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি একেবারেই গুনাহ করোনি? আরয করলো: হে কলিমুল্লাহ! আমার নিজের আর কোন অপরাধ তো মনে আসছে না, তবে! একটি বিষয় উল্লেখ করছি, যদি তা গুনাহ হয় তবে আমিও ফিরে যাবো। বললেন: مَا هُوَ؟ তা কি? আরয করলো: একদিন আমি পথ চলার সময় কারো ঘরের দিকে এক চোখ দ্বারা উঁকি মেরেছিলাম তখন সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিলো, কারো ঘরে এভাবে উঁকি মারাতে আমার খুবই অনুশোচনা হলো, আমি খোদাভীতিতে কেঁপে উঠলাম, আমার মাঝে অনুতাপ প্রাধান্য বিস্তার করলো এবং যে চোখ দ্বারা উঁকি মেরেছিলাম তা উপড়ে ফেলে দিলাম। এবার বলুন! اِنْ كَانَ هٰذَا ذَنْبًا رَجَعْتُ. যদি আমার এই কাজটি গুনাহ হয় তবে আমিও ফিরে যাচ্ছি। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাকে সাথে নিয়ে নিলেন অতঃপর পাহাড়ে পৌঁছে তিনি এই ব্যক্তিকে বললেন: **আল্লাহ**র নিকট বৃষ্টির দোয়া করো। সে দোয়া করলো: **ইয়া কুদ্দুস! ইয়া কুদ্দুস!** তোমার ভান্ডার কখনো শেষ

হয় না এবং কৃপণতা তোমার গুণ নয়, তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের উপর পানি বর্ষন করে দাও। সাথেসাথেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও সেই ব্যক্তি ভিজতে ভিজতে পাহাড় থেকে ফিরে এলেন।[১]

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবানকে দিয়ে দোয়া করানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তিকে দিয়ে দোয়া করানো জায়িয এবং তা আম্বিয়া ও মুরসালিন عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদ্ধতি ছিলো, নিঃসন্দেহে নবীর মর্যাদা উম্মতের চেয়ে অনেক বড় হয়ে থাকে, তবুও হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আপন উম্মতকে দিয়ে দোয়া করিয়েছেন। স্বয়ং আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আম্বিয়াদের মধ্যে উত্তম হওয়ার পরও ওমরার অনুমতি দিয়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন। يَا اَخِیْ اَشْرِكْنَا فِیْ شَیْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا. অর্থাৎ হে আমার ভাই! আমাকেও তোমার দোয়ায় অংশীদার করিও এবং ভুলে যেওনা।[২]

১. রওযুর রায়াহিন, হিকায়াতিস সিত্তিনু বা'দাস সালাসা মিয়াতি, ২৯৫ পৃষ্ঠা।
২. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফদলে দোয়ায়িল হজ্ব, ৩/৪১১, হাদীস নং-২৮৯৪।

www.dawateislami.net

বাচ্চারা! দোয়া করো ওমর যেনো ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **ফাযায়িলে দোয়া** এর **১১২** পৃষ্ঠায় নিজের জন্য অপরকে দিয়ে দোয়া করানো প্রসঙ্গে বলেন: আমীরুল মুমিনিন ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারার শিশুদেরকে দিয়ে তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করাতেন যে, দোয়া করো যেনো ওমর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[১]

জানিনা কার দোয়া কবুল হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, মাঝে মাঝে অন্যকে দোয়ার জন্য আবেদন করতে থাকা, কেননা জানিনা কার দোয়া কবুল হয়ে যায় এবং আমাদের তরী পাড় হয়ে যায়। কেননা এই দরবারে প্রসিদ্ধি ও সম্মান, ধন ও সম্পদ এবং আকৃতি দেখা হয় না বরং এখানে তো শুধুমাত্র নিয়্যত ও একনিষ্টতা দেখা হয়।

না কিসি কে রকস পে তনয কর, না কিসি কে গম কা মযাক উড়া
জিসে চাহিয়ে জেয়সে নওয়াজ দেয়, ইয়ে মেজাজে ইশকে রাসূল হে

অনুশোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিকে **আল্লাহ পাকের** এই পরহেযগার এবং মুত্তাকী বান্দার এই অবস্থা যে, কখনো এমন কোন

১. ফাযায়িলে দোয়া, ১১২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

কাজই করেননি, যার কারণে এই সন্দেহ হয় যে, এটা গুনাহ এবং ঘটনাক্রমে পথ চলতে কারো উপর দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিলো অথচ এটা গুনাহ ছিলো না তবুও খোদাভীতির কারণে এমন অনুশোচনা অনুভূত হলো যে, তিনি নিজেই নিজের চোখ উপড়ে নিয়ে ফেলে দিলেন আর অন্যদিকে আমরা সারা দিনে হাজারো গুনাহ করে থাকি, কিন্তু অনুশোচনা তো দূরেই থাকে, আমাদের এই বিষয়ের কোন অনুভূতিও হয় না।

নাদামত সে গুনাহ কা ইযালা কুছ তু হো জাতা,
হামে রোনা ভি তো আতা নেহী হায় নাদামত সে।

দৃষ্টির গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগ্যক্রমে যেমনিভাবে মানুষ কথা বলাতে নির্ভিক, তেমনিভাবে দৃষ্টি প্রদান করাতেও নির্ভিক, তাদের অনুভূতিও হয়না যে, দৃষ্টি প্রদান করাও একটি কাজ, যা তার জন্য সাওয়াব বা আযাবের কারণ হতে পারে। যেমন; যদি নিজের মাকে ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে একটি কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব অর্জিত হয় এবং যদি নামুহরিমকে কামভাব সহকারে দেখা হয় তবে তা দোযখের আগুনের অধিকারী বানিয়ে দেয়, কেননা নামুহরিম মহিলাদের দিকে তাকানো মানুষের নয় শয়তানের কাজ। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡمَرۡاَۃُ عَوۡرَۃٌ فَاِذَا خَرَجَتۡ اِسۡتَشۡرَفَهَا الشَّيۡطَانُ ۔ মহিলারা হলো **আওরাত** (অর্থাৎ লুকানোর বস্তু), যখন তারা বের হয় তখন শয়তান

www.dawateislami.net

তাদের উঁকি মেরে দেখে।[১] এবং হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না, সে নিজের লজ্জাস্থানেরও নিরাপত্তা দিতে পারে না।[২]

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ. চোখও অপকর্ম করে।[৩] এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ. চোখের অপকর্ম হলো দেখা।[৪]

সুতরাং দৃষ্টিকে সংযম করা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আরয করা হচ্ছে, যাতে আমরা নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারি। দৃষ্টির গুরুত্ব এই বিষয়টি দ্বারাও অনুমান করা যায় যে, কোরআনে পাকে এসম্পর্কে খুবই স্পষ্টভাবে আদেশ ইরশাদ হয়েছে। যেমনটি ১৮তম পারা সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে পুরুষদের সম্পর্কে আদেশ রয়েছে: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** মুসলমান পুরুষদের নির্দেশ দিন যেনো তারা নিজেদের দৃষ্টিকে কিছুটা নত রাখে। (পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩০) আর ৩১ নং আয়াতে মহিলাদেরকে আদেশ দেয়া হচ্ছে: قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেনো নিজেদের

১. তিরমিযী, কিতাবুর রিযা, ১৮তম অধ্যায়, ২/৩৯২, হাদীস নং- ১১৭৬।
২. ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, কিতাবু কসরিশ শাহওয়াতিন, ৩/১২৫।
৩. মুসনাদে আহমদ, ২/৮৪, হাদীস নং- ৩৯১২।
৪. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস নং-২১৫৩।

দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নত রাখে। (পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩১) অনুরূপভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও দৃষ্টিকে সংযম করার উৎসাহ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয়বার দৃষ্টি প্রদান করো না

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: হে আলী! একবার দৃষ্টি পরার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি প্রদান করো না (অর্থাৎ যদি হঠাৎ অনিচ্ছায় কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি পরে তবে সাথেসাথেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা) কেননা প্রথম দৃষ্টি জায়িয এবং দ্বিতীয়টি নাজায়িয।[১]

প্রথম দৃষ্টি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

অজ্ঞ লোকেরা এই হাদীসে পাককে ভূলভাবে বর্ণনা করে مَعَاذَ الله কিছুটা এভাবে শুনিয়ে থাকে যে, **"প্রথম দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য"**, সুতরাং তারা নিজেদের দৃষ্টি আর সরায় না এবং লাগাতার কুদৃষ্টি করতেই থাকে। অথচ ক্ষমাযোগ্য তো সেই প্রথম দৃষ্টি, যা মহিলার প্রতি অনিচ্ছায় পরে যায় এবং সাথেসাথেই সরিয়ে নেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে নিক্ষেপ করা প্রথম দৃষ্টিও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যেমনটি প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: প্রথম দৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই দৃষ্টি, যা অনিচ্ছায়

১. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস নং- ২১৪৯।

www.dawateislami.net

নামুহরিম মহিলার প্রতি পরে যায় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আবারো ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা। যদি প্রথম দৃষ্টিও নিক্ষেপ করে রাখে তবুও দ্বিতীয় দৃষ্টির বিধান হবে এবং এতেও গুনাহ হবে।[১]

হঠাৎ দৃষ্টি পরে গেলে তবে কি করবে?

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হঠাৎ দৃষ্টি পরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন।[২]

দৃষ্টিকে নত না করার সাথেসাথেই শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে, এক ব্যক্তি **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো, যার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি হয়েছে? আরয করলো: (আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে আসার সময় পথে) আমার পাশ দিয়ে একজন মহিলা গেলো তখন আমি তার দিকে তাকালাম এবং আমার দৃষ্টি লাগাতার তাকে অনুসরন করতে লাগলো, হঠাৎ সামনে দেয়াল এসে গেলো, যা আমাকে ক্ষত করে দিলো এবং আমার এই অবস্থা করে দিলো, যা আপনি দেখছেন। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** যখন

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১৭।
২. মুসলিম, কিতাবুল আদব, বাবু নজরিল ফাজাতি, ১১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৫৯।

www.dawateislami.net

কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে দুনিয়াতেই তার (গুনাহের) শাস্তি দিয়ে দেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শিক্ষা গ্রহন করুন এবং কুদৃষ্টি থেকে এখনি ফিরে আসুন, পৃথিবীতে বর্তমানে মুসলমানদের অবনতির একটি কারণ হলো কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতা। কেননা এটা সাধারণ পর্যবেক্ষণ যে, অনেকে কুদৃষ্টির এতই আসক্ত হয়ে গেছে যে, مَعَاذَ الله ثُمَّ مَعَاذَ الله যতক্ষণ নামুহরিম মহিলাদের দিকে তাকাবে না তাদের শান্তি হয় না এবং তারা তাদের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে বাজার, শপিং মল, বিনোদন কেন্দ্র, মোটকথা যেখানে যেখানে বেপর্দা মহিলাদের ভীড় হয়, সেখানে ঘুরাফেরা করতে থাকে, মন ভরে কুদৃষ্টি দেয় এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংসের পায়তারা করে। যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিনহাজুল আবেদীনে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে বর্ণিত যে, নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাও, কেননা কুদৃষ্টিই অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে, অতঃপর কামভাব কুদৃষ্টি প্রদানকারীকে ফিতনায় লিপ্ত করে দেয়।[২]

কামিল মুমিনের পরিচয়

কুদৃষ্টি প্রদানকারী যদি জানতে পারে যে, কোন পরপুরুষ তার মা, বোন, স্ত্রী বা কন্যার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় তবে তার

১. বাহারুদ দুমু, আল ফসলুস সাবেয়ে, আল হাযরে মিনান নযর, ৫৭ পৃষ্ঠা।
মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুত তাওবা, বাবু ফিমান আওকাব ..., ১০/৩১৩, হাদীস নং- ১৭৪৭১।
২. মিনহাজুল আবেদীন, ১ম অধ্যায়, ৬২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে এবং সে রাগান্বিত হয়ে যায়, সুতরাং তার চিন্তা করা উচিৎ যে, যাকে সে দেখছে, সেও তো কারো না কারো মা, বোন, স্ত্রী বা কন্যা। এটা কেমন যুক্তি যে, যে বিষয়টি নিজের জন্য অপছন্দ, তা অন্যের জন্য মন্দ মনে করা হয়না? অথচ মুসলমানের শান ও কামিল মুমিনের পরিচয় তো এটাই যে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে তাই আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ۔ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আপন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[১]

দা'ওয়াতে ইসলামীর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিশেষত্ব যে, তা সামাজিক অবক্ষয় সমূহকে হাইলাইট (High light) করে থাকে, আমাদের ভেতরের চোরকে ধরে, বিবেককে নাড়া দেয় এবং সমাজের বিভিন্ন অবক্ষয় থেকে সৃষ্ট ক্ষতির প্রতি আমাদের মনযোগ আকৃষ্ট করে, যাতে যদি অজ্ঞতা বশত আমরা এর মধ্য হতে কোন একটি অভ্যাস গ্রহন করে থাকি তবে তা থামানোর জন্য যেনো চেষ্টা করতে পারি। যেমন; বর্তমানে এই বিষয়টি একেবারে সাধারণ যে, যেকোন

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মিনাল ঈমানে আন ইয়ুহিব্বু..., ১/১৬, হাদীস নং- ১৩।

www.dawateislami.net

অনুষ্ঠানে আমাদের স্ত্রী, কন্যাদের পরপুরুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় যে, পরিচয় হোন সে আমার স্ত্রী, সে আমার মেয়ে আর সেই পরপুরুষ তার স্ত্রী, কন্যার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং অনেক সময় তো হাতও মিলিয়ে বলে যে, আপনার সাথে পচিয় হয়ে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এটি কি লজ্জায় ডুবে মরার মতো কাজ নয়!

শরমে নবী খউফে খোদা, ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই **দা'ওয়াতে ইসলামীই**, যা অশ্লীলতা ও বেপর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে। আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, কেননা যখন সকল আশিকানে রাসূল একত্রে অশ্লীলতার প্রবল শয়তানি বন্যার সামনে সীসার ন্যায় দেয়াল হয়ে যাবো তখন স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এর প্রচন্ডতা রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদেরকে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বাণী সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (বেপর্দা মহিলার দিকে) তাকানো ব্যক্তির উপর এবং তার (বেপর্দা মহিলা) উপর যাকে দেখা হচ্ছে, **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ।[১] অর্থাৎ তাকানো ব্যক্তি যখন বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকায় এবং মহিলা নিজেকে বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখায় তবে উভয়ের উপর **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ।

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবুল হায়া, ফসলু ফিল হাম্মাম, ৬/১৬২, হাদীস নং- ৭৭৮৮।

www.dawateislami.net

শেখ সা’দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

بَرَاں بَنْدَہ حَقْ نیکوئی خَواسْتَسْتْ   کہ بَا اُودِل و دَسْتِ زَنْ رَاسْتَسْتْ

সারমর্ম: **আল্লাহ পাক** দুনিয়ায় যে মানুষের কল্যাণ চায়, তবে তাকে এমন স্ত্রী দান করেন, যে সর্ববিষয়ে স্বামীর একান্ত অনুগত হয়।

زِ بِیْگانگاں چَشْمِ زَنْ کور باد   چُوں بَیرُوں شُداز خانہ دَرْ گور بار

সারমর্ম: যখন কোন মহিলা ঘর থেকে বের হতে চায় যে, সে কবরে দাফন হওয়া মৃতের ন্যায় চোখ বন্ধ করে নেয়, না সে কাউকে দেখে আর না কেউ তার দিকে মনযোগী হয়।

بَپَوشَائِش از مَرْدِ بِیگانہ رُوۓ   وَگر نَشْنُوَدْ چِہ زَن آنکہ چِہ شَو

সারমর্ম: (স্ত্রীকে পরপুরুষ থেকে বাঁচানো থাকার সবচেয়ে অনন্য পদ্ধতি হলো যে,) স্ত্রীকে পর্দা করার অভ্যস্ত করানো, যাতে না কোন পরপুরুষ তার দিকে মনযোগী হয় আর না কেউ তাকে দেখে। মনে রেখো! যদি সে পর্দা না করে তবে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্যই বা কি রইলো?

মেরি জিস কদর হে বেহনেঁ সভী মাদানী বুরকা পেহনেঁ,
হো করম শাহে যমানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা’ওয়াতে ইসলামী**র কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

কুদৃষ্টি দেয়া থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো

আউকাডার (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের মরুভুমিতে ঘুরছিলাম। পিতামাতার অবাধ্যতা করা ছাড়াও এমন অনেক গুনাহ আমার অভ্যাসে পরিনত হয়েছিলো, যা একজন বিবেক সম্পন্ন মুসলমানের শোভা পেতো না। কুদৃষ্টির সর্বপ্রথম ও সহজ মাধ্যম অর্থাৎ সিনেমা নাটক এবং গান বাজনা দেখা ও শুনাকে খুবই পছন্দ করতাম, অশ্লীলতা ও নিজ্জতায় পূর্ণ সিনেমার ঘৃণ্য দৃশ্য সর্বদা আমার চোখে লেগেই থাকতো এবং আমি এই সিনেমার দৃশ্য বাস্তব জীবনে সাজাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতাম আর এভাবেই মহিলাদেরকে রূপক প্রেমের ফাঁদে ফেলে নিজের ঘৃণ্য মানসিকতার প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করা আমার খুবই প্রিয় অভ্যাস ছিলো। মোটকথা কুদৃষ্টির কারণে যেসকল মন্দ কাজ এবং মন্দ খেয়ালে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তার প্রভাবে খুবই দ্রুত আমার গুনাহের অবস্থা এমন দূর্বলতায় পৌঁছে গেলো যে, কোন মহিলার দিকে কামভাব সহকারে তাকালেই গোসল ফরয হয়ে যেতো

দিনরাত এরূপ গুনাহে লিপ্ত থাকতাম, আর এমনি সময় আমার **আল্লাহ পাকের** অজস্র দয়া হলো এবং আমার এই মন্দ পরিবেশ থেকে মুক্তি কিছুটা এইভাবে নসীব হলো যে, ১৯৯৮ সালে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সুন্নাতে ভরা সৌরভ নসীব হয়ে গেলো। এক আশিকে রাসূল যে যদিও শায়খে তরীকত আমীরে আহলে

সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ ছিলো না কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মহান মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله এই প্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তিনি একদিন অনেক বুঝিয়ে আমাকে ফয়যানে সুন্নাত নামের একটি মোটা কিতাব পাঠ করার জন্য দিলেন, পাঠ করে ভাল লাগলো, এমন প্রভাবময় লেখনি প্রথমবার পাঠ করেছিলা, তাই তা আমার জীবনই পাল্টে দিলো এবং নিজের পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমা ও নিজের সংশোধনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। পাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসায় বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআনে পাক পড়া শুরু করলাম এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিলাম, যার বরকতে শুধু চোখের কুফ্লে মদীনার দৌলত নয় বরং কুদৃষ্টির অভিশপ্ত রোগ থেকেও মুক্তি পেয়ে গেলাম আর আমি পিতামাতারও আনুগত্য করতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সুন্দর পরিবশে আমার গুনাহে ভরা জীবনকে এমনভাবে পরিষ্কার করলো যে, আজ আমি আমার গ্রামের মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি হালকা নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট রয়েছি। আমার মায়ের বর্ণনা যে, আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে, যেই সন্তান আমার একটি কথাও শুনতো না, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ তাকে অনুগত বানিয়ে দেয়ার পাশাপাশি ইমাম ও খতিবের মহান দায়িত্বেও পৌঁছে দিলো।

সুন্নাতেঁ মুস্তফা কি তু আপনায়ে জা, দ্বীন কো খুব মেহনত সে ফেলায়ে জা,
ইয়ে ওসীয়ত তু আত্তার পৌঁহচায়ে জা,
উস কো জু উন কে গম কা তলবগার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুদৃষ্টির ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! কুদৃষ্টি একজন ইসলামী ভাইকে কিভাবে ধ্বংসময় গুনাহে লিপ্ত করে দিলো। এটা তো **পরওয়ারদিগারের** দয়া ছিলো যে, সে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এবং সে কুদৃষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে, সুতরাং **মনে রাখবেন!** কুদৃষ্টি মানুষকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়ে, এর কারণে বান্দা শুধু পিতামাতার অবাধ্য হয় না বরং সর্বদা তাদের মন ও মননে শয়তান ভর করে থাকে, আশ্চার্য ধরনের অস্থিরতা তাদের মাঝে বিরাজমান থাকে, প্রবৃত্তির চাহিদা ও মনোবৃত্তি তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, নফসের প্রশান্তির জন্য সে আরো ধ্বংসময় গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন; যেনা ও বলৎকার ছাড়াও নিজের হাতেই নিজের যৌবন নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিনহাজুল আবেদীনে বলেন: অনেক সময় একবার কুদৃষ্টি প্রদানকারীকে অনেকদিন পর্যন্ত কোরআনের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতকরে দেয়া হয়।[১] এবং হযরত আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী

১. মিনহাজুল আবেদীন, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আল কাশফু ওয়াল বায়ানু ফি'মা ইয়াতাআল্লাকু বিন নিসইয়ান"** এর ২৭-৩২ পৃষ্ঠায় মুখস্তশক্তি দূর্বল হওয়ার যেসকল কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, নিজের এবং অপরের সতর দেখাতে অভাব আসে এবং মুখস্তশক্তি দূর্বল হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নিজের লজ্জাস্থান দেখাতেও মুখস্তশক্তি দূর্বল এবং অভাব আসে তখন কুদৃষ্টি দেয়া এবং সিনেমা দেখাতে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য!

তাকানো ও না তাকানোর বিভিন্ন অবস্থা

ইসলাম মহিলাদেরকে যেমন সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ স্থানে সমাসীন করেছে তেমনি তাদের সতীত্বও সম্ভ্রমের নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করে এই দায়িত্ব পুরুষদেরকে সমর্পন করেছে আর এর জন্য কিছু নিয়ম ও শর্তাবলীও প্রদান করেছে, যাতে জীবন চলার পথে পুরুষ ও মহিলাদের কোন সমস্যা না হয়। সফরের সময় পুরুষ ও মহিলাদের যেহেতু দুই ধরনের মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়: মুহরিম এবং নামুহরিম। মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসকল পুরুষ, যারা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য জায়িযের মর্যাদা রাখে এবং তাদের সাথে তাদের বিবাহ সর্বদার জন্যই হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন; পুরুষের জন্য মা, বোন, কন্যা ইত্যাদি মুহরিম আর মহিলার জন্য পিতা, ভাই এবং ছেলে ইত্যাদি মুহরিম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলাম যেমনিভাবে জীবন চলা পথে পুরুষ ও মহিলাদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করেছে, তেমনিভাবে পথে

সাক্ষাত হওয়া অন্যান্য লোকের বিশেষ অধিকারও নির্ধারন করে দিয়েছে। সুতরাং আসুন! এটা জানার জন্য যে, পুরুষ ও মহিলা পরস্পর একে অপরের দিকে বা অন্যান্য মানুষের দিকে তাকানো সম্পর্কে ইসলাম আমাদের কি শিক্ষা প্রদান করছে, সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্বলিত জ্ঞানকোষ (Encyclopedia) **"বাহারে শরীয়ত"** এর আলোকে এই পয়েন্টগুলো পর্যবেক্ষণ করি।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়তের ৪৪২ থেকে ৪৪৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান পয়েন্টগুলো কিছুটা পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করছি। এই পয়েন্টগুলো চার প্রকার:

(১) পুরুষ পুরুষের দিকে তাকানো
(২) মহিলা মহিলার দিকে তাকানো
(৩) মহিলা পুরুষের দিকে তাকানো
(৪) পুরুষ মহিলার দিকে তাকানো

(১) পুরুষ পুরুষের দিকে তাকানো

❁ পুরুষ পুরুষের শরীরের প্রত্যেক অংশের দিকে তাকাতে পারবে, শুধুমাত্র ঐ অঙ্গ ছাড়া যা সতর অর্থাৎ গোপন করা আবশ্যক। তা হলো নাভীর নীচে থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত, এতটুকু শরীরের অংশ গোপন রাখা ফরয, যে অঙ্গ গোপন করা আবশ্যক তাকে আওরত বলা হয়। কাউকে হাঁটু খোলা অবস্থায় দেখলে তবে

www.dawateislami.net

তাকে নিষেধ করুন এবং রান খোলা অবস্থায় দেখলে তবে কঠোরভাবে নিষেধ করুন আর লজ্জাস্থান খোলা থাকলে তবে শাস্তির আওতায় আসবে।[১]

❁ খুবই ছোট শিশুর শরীরের কোন অংশই গোপন করা ফরয নয়, অতঃপর যখন কিছুটা বড় হয়ে যাবে তখন এর সামনের ও পেছনের নির্দিষ্ট স্থান গোপন করা আবশ্যক। এরপর দশ বছরের বড় হয়ে গেলে তবে তার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কের (বালিগ) বিধান আরোপ হবে।[২] (পুরুষের) শরীরের যে অংশের দিকে তাকানো যাবে, তা স্পর্শও করা যাবে।[৩]

❁ ছেলে যখন বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং সে যদি সুশ্রী না হয় তবে তাকানোর ব্যাপারে তার ঐ বিধান আরোপ হবে, যা পুরুষের এবং যদি সুশ্রী হয় তবে মহিলার বিধান আরোপ হবে, তা এই কারণেই যে, কামভাব সহকারে তার দিকে তাকানো হারাম এবং কামভাব না হলে তবে তার দিকে তাকানো যাবে আর তার সাথে একাকীত্বেও যাওয়া জায়িয। কামভাব না হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে নিশ্চিত যে, তাকানোর কারণে কামভাব হবে না এবং যদি এই বিষয়ে সন্দেহও থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই তাকাবে না, চুমু দেয়ার ইচ্ছা জাগাও কামভাবের সীমার অন্তর্ভুক্ত।[৪]

---

১. আলমগীরি, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবুল সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৭।
২. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ফসলু ফিন নযর ওয়াল মস, ৯/৬০২।
৩. হেদায়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, ফসলু ফিল ওয়াতয়ি ওয়ান নযর ওয়াল মস, ২/৩৭১।
৪. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ফসলু ফিন নযর ওয়াল মস, ৯/৬০২।

www.dawateislami.net

❁ আমল (অর্থাৎ ঔষধ) দেয়ার প্রয়োজন হলে তবে পুরুষ পুরুষের পেছনের স্থানের (পশ্চাদদেশ) দিকে তাকাতে পারবে, এটাও প্রয়োজনের কারণে জায়িয এবং খৎনা করার সময় খৎনার স্থানের দিকে তাকানো বরং তা স্পর্শ করাও জায়িয, কেননা এটাও প্রয়োজনের কারণে।[১]

(২) মহিলা মহিলার দিকে তাকানো

❁ এর বিধান তাই, যা পুরুষ পুরুষের দিকে তাকানোর রয়েছে, অর্থাৎ নাভীর নীচের থেকে হাঁটু পর্যন্ত তাকানো যাবে না, অবশিষ্ট অংগের দিকে তাকানো যাবে। তবে শর্ত হলো কামভাবে সন্দেহ যেনো না হয়।[২]

❁ নেককার মহিলাদের উচিৎ যে, নিজেকে অপকর্মকারীনি (অর্থাৎ ব্যভিচারীনি ও পতিতা) মহিলার দৃষ্টি থেকে বাঁচানো, অর্থাৎ তাদের সামনে ওড়না ইত্যাদি না খোলা, কেননা তারা তাকে দেখে (পর) পুরুষের সামনে তার আকার ও আকৃতি বর্ণনা করবে, মুসলমান মহিলার জন্য এটাও হালাল নয় যে, কাফির মহিলার সামনে নিজের সতর খোলা।[৩]

❁ ঘরে কাফির মহিলারা আসে এবং মহিলারা তাদের সামনে তেমনই সতর খোলা অবস্থায় থাকে, যেমন মুসলমান মহিলাদের সামনে থাকে, তাদেরকে এরূপ করা থেকে বেঁচে থাকা

১. হেদায়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, ফসলূ ফিল ওয়াতয়ি ওয়ান নযর ওয়াল মস, ২/৩৬৯। আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩৩০।
২. হেদায়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, ফসলূ ফিল ওয়াতয়ি ওয়ান নযর ওয়াল মস, ২/৩৭০।
৩. আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৭।

www.dawateislami.net

আবশ্যক। প্রায় জায়গায় ধাইরা কাফির হয়ে থাকে এবং তারা সন্তান প্রসবের কাজ করে থাকে, যদি মুসলমান ধাই পাওয়া যায়, তবে কাফির ধাই দ্বারা এই কাজ কখনো করাবে না, কেননা কাফির মহিলার সামনে ঐ অঙ্গ খোলার অনুমতি নেই।[১]

(৩) মহিলার পুরুষের দিকে তাকানো

- মহিলার পরপুরুষের দিকে তাকানোর একই বিধান, যা পুরুষ পুরুষের দিকে তাকানোর রয়েছে এবং তা ঐ সময়, যখন মহিলা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার দিকে তাকালে কামভাব সৃষ্টি হবে না এবং যদি এই বিষয়ে সন্দেহও হয়, তবে তাকাবে না।[২]
- মহিলা পরপুরুষের শরীর কখনেই স্পর্শ করবে না, আর উভয়ের মথ্যে কেউ যদি যুবক হয়, তার কামভাব হতে পারে যদিওবা এই বিষয়ে উভয়ে নিশ্চিত যে, কামভাব সৃষ্টি হবে না।[৩] অনেক যুবতি মহিলা আপন পীরের হাত পা টিপে দেয় এবং অনেক পীর নিজের মুরীদনীকে দিয়ে হাত পা টেপায় আর এতে প্রায় উভয়েরই বা একজন কামভাবের সীমায় হয়ে থাকে, এরূপ করা জায়িয নয় এবং উভয়েই গুনাহগার হবে।

(৪) পুরুষের মহিলার দিকে তাকানো

এর কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

---

১. মারজিউস সাবিক।
২. আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৭।
৩. মারজিউস সাবিক।

www.dawateislami.net

১. পুরুষের নিজের স্ত্রীর দিকে তাকানো

(স্বামী তার) স্ত্রীর পায়ের গোড়ালী থেকে মাথার চুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গের দিকে তাকাতে পারবে, কামভাব এবং কামভাব বীহিন উভয় অবস্থায় তাকাতে পারবে, অনুরূপভাবে মহিলাও তার স্বামীর সমস্ত অঙ্গের দিকে তাকাতে পারবে। তবে হ্যাঁ! উত্তম হলো যে, (উভয়ের মধ্যে কেউই একে অপরের) বিশেষ অঙ্গের দিকে না তাকানো, কেননা এতে স্মরণশক্তি দূর্বল হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও কমে যায়।[১]

২. পুরুষের মাহরিমদের দিকে তাকানো

যে মহিলারা তার মাহরিম, তাদের মাথা, বাহু, কব্জি, গর্দান, পায়ের দিকে তাকানো যাবে আর উভয়ের মধ্যে কারো যদি কামভাবের সম্ভাবনা না থাকে তবে মাহরিমের পেট, পিট এবং রানের দিকেও তাকানো জায়িয।[২] অনুরূপভাবে পার্শ্ব এবং হাঁটুর দিকেও তাকানো জায়িয।[৩] (এই বিধান তখনই প্রযোজ্য যখন শরীরের ঐ অংশে কোন কাপড় না থাকে এবং যদি এই সমস্ত অঙ্গ কোন মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে তবে তাতে তাকালে কোন সমস্যা নেই) কান ও গর্দান এবং কাঁধ ও চেহারার দিতে তাকানো জায়িয।[৪] মাহরিমের যে সমকল

১. আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৭। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬০২।
২. হেদায়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, ফসলূ ফিল ওয়াতয়ি ওয়ান নযর ওয়াল মস, ২/৩৭০।
৩. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ফসলু ফিন নযর ওয়াল মস, ৯/৬০৬।
৪. আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৮।

www.dawateislami.net

অঙ্গের দিকে তাকানো যাবে, তা স্পর্শ করাও যাবে যদি উভয়ের মধ্যে কারোরই কামভাবের সম্ভাবনা না থাকে। পুরুষ তার মার পা টিপতে পারবে কিন্তু রান তখন টিপতে পারবে যখন তা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকবে, অর্থাৎ কাপড়ের উপর (টিপতে পারবে) আর সরাসরি স্পর্শ করা জায়িয নেই। [১] মায়ের পায়ে চুমুও দেয়া যাবে। হাদীসে রয়েছে: "যে ব্যক্তি আপন মায়ের পায়ে চুমু দিলো, তবে তা এমন যে, যেনো সে জান্নাতের চৌকটে চুমু দিলো।"[২]

৩. পুরুষের স্বাধীন পরনারীর দিকে তাকানো

❖ পরনারীর দিকে তাকানোর বিধান হলো যে, তার চেহারা ও হাতের তালুর দিকে তাকানো জায়িয, কেননা তার প্রয়োজন হতে পারে যে, কখনো তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে বা সিদ্ধান্ত দিতে হতে পারে, যদি তাকে না দেখে তবে কিভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, সে এরূপ করেছে। তার দিকে তাকানোতেও ঐ শর্ত যে, কামভাবের সম্ভাবনা না থাকা এবং এ কারণেও আবশ্যক যে, (বর্তমানে অলি গলি ও বাজারে) অনেক মহিলা ঘরের বাইরে যাওয়া আসা করে, সুতরাং এ থেকে বাঁচা খুবই কষ্টসাধ্য। কিছু ওলামা পায়ের দিকেও তাকানো জায়িয বলেছেন।[৩]

---

১. আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৮।
২. দুররে মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ফসলু ফিন নযর ওয়াল মস, ৯/৬০৬।
৩. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬১০।
আলমগীরি, কিতাবুল কারহিয়্যাতি, আল বাবুস সামি ফি'মা ইয়াহাল..., ৫/৩২৯।

www.dawateislami.net

- (পুরুষ ও নারীর) যে অঙ্গগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া নাজায়িয যদি সেটা শরীর হতে পৃথক হয়ে যায় তাহলে এখনও তার দিকে দৃষ্টি দেয়া নাজায়িযই সাব্যস্ত হবে। যেমন নাভীর নিচের পশম তা পৃথক করার পরও অন্য কোন ব্যক্তি তা দেখতে পারবে না।
- নারীর মাথার চুল, পা অথবা কবজির হাঁড় - তার মৃত্যুর পরও পরপুরুষ তা দেখতে পারবে না। নারীর পায়ের নখও পরপুরুষ দেখতে পারবে না, তবে হাতের নখ দেখতে পারবে।[১]
- কিছু লোক গোসল খানা, এবং ওয়াশরুমে এবং টয়লেটে নাভীর নীচের লোম শেভ (মুন্ডন) করে ফেলে রাখে। এমন করা উচিৎ নয়। বরং তা এমন জায়গায় ফেলুন যাতে কেউ দেখতে না পায়। অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলুন। নারীদের উপরও আবশ্যক হলো মাথা আচঁড়ানো বা চুল ধৌত করার সময় যে সব চুল ঝরে যায় তা কোথাও লুকিয়ে রাখা যাতে পরপুরুষ তা দেখতে না পায়। পরনারীর সাথে খালওয়াত অর্থাৎ একই স্থানে দুইজন নারী পুরুষ অবস্থান করা হারাম। হ্যাঁ যদি ঐ নারী এতই বৃদ্ধ হয়, যে কামভাবের অযোগ্য, তবে খালওয়াত হতে পারে।
- নিজের স্ত্রীকে যদি তালাকে বাইন দেওয়া হয় তবে তার সাথে একই ঘরে অবস্থান করা জায়িয নেই। যদি আলাদা ঘর না থাকে তবে তাদের মাঝে পর্দার আড়াল দিতে হবে যাতে উভয়ে নিজের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। এটা কেবল ঐ ক্ষেত্রে যখন স্বামী ফাসিক না হয়। যদি ফাসিক হয় সে ক্ষেত্রে আবশ্যক

১. আল মারজিউস সাবেক ৬০৮ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

হলো যে, সেখানে এমন একজন নারীকে রাখতে হবে যে স্বামীকে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া হতে বাধা প্রদানে সক্ষম।[১]

❖ মুহরিমদের সাথে খালওয়াত জায়িয। অর্থাৎ দুইজন একইস্থানে একত্রে থাকতে পারবে। কিন্তু দুধবোন এবং শশুড়ির সাথে একত্রে থাকা জায়িয নেই, যদিও তারা যুবতি হয়। একই হুকুম স্ত্রীর যুবতী কন্যার সাথে যা স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে কু দৃষ্টি থেকে বাঁচা আসলেই খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছে। কারণ সব দিকেই পর্দাহীনতা আশংকাজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও আমাদের নিজের দৃষ্টির হিফাযত করতে হবে। যদি কোথাও পর্দাহীনতায় পরিবেশ পূর্ণ থাকে, তবে আমরা কেন তাকাবো? নারীরা যদি বেপর্দা হয়ে **আল্লাহ**র নাফরমানী করতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা কেন কু দৃষ্টির মাধ্যমে **আল্লাহ**র নাফরমানী করতে উদ্যত হবো? যেহেতু **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দৃষ্টি নত রাখার হুকুম দিয়েছেন। অতঃএব আমাদের উচিৎ হবে যে **আল্লাহ**র হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের দৃষ্টিকে নত রাখা। নিজেকে কু দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয় এবং ইবাদতেও মন বসে।

১. মসনদে আহমদ ৮/২৯৯ পৃষ্ঠা হাদীস ২২৩৪১
২. আল মুজামুল কবীর ১০/১৭৩ পৃষ্ঠা হাদীস ১০৩৬২

www.dawateislami.net

দৃষ্টি হিফাযতের ফযীলত

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ امْرَاَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهٗ اِلَّا اَحْدَثَ اللهُ لَهٗ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا . অর্থাৎ যেই মুসলমান কোন নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি (অনিচ্ছাকৃত ভাবে) প্রথমবার তাকায় এরপর দৃষ্টি নত করে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ইবাদতের এমন (সামর্থ্য) দান করবেন যার স্বাদ সে অনুভব করবে।[১]

অতঃএব নিয়্যত করে নিন, আজকের পর আর কখনো কুদৃষ্টি দিবো না, সেই পর্দাহীনতার আড্ডার দিকে তাকাবো না। যদি তাকানোর লোক আর না তাকায়, তবে দেখানোর লোকও আর দেখবে না। হায়! যদি আমাদের সমাজ থেকে বেপর্দা আর বেহায়াপনা দূর হয়ে যেতো!

ইবলিসের বিষাক্ত তীর

নবীয়ে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ النَّظْرَةَ سِهْمٌ مِنْ سَهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهٗ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهٗ فِىْ مَاقَلْبِهٖ . নিশ্চয় কুদৃষ্টি ইবলিসের তীর সমূহের মধ্যে বিষাক্ত তীর। সুতরাং যে আমার ভয়ে তা বর্জন করবে, আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[২]

---

১ মুকাশাফাতুল কুলুব ১০ পৃষ্ঠা
২ বাহরুদ দুমুয়ি ১৭১ পৃষ্ঠা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুনিশ্চতভাবে, কুদৃষ্টির আযাব কখনো সহ্য করা যাবে না। কুদৃষ্টির শাস্তি খুব কঠিন।

চোখ আগুনে পূর্ণ করে দেওয়া হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি তার চোখকে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার চোখকে আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন।[১]

আগুনের শলাকা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন। নারীর সৌন্দর্য্য দেখা ইবলিসের তীর সমূহ থেকে একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি না মুহরিম থেকে চোখের হেফাযত করেনি, তার চোখে কিয়ামতের দিন আগুনের শলাক লাগিয়ে দেওয়া হবে।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করে দেখুন! সুরমা লাগানোর সময় আমাদের হাত কাঁপে, যদি সুরমার শলাক চোখের ভিতর স্পর্শ হয়, অথবা সুরমা যদি একটু বেশি হয়ে যায়, তখন আমাদের প্রাণ ব্যথিত হয়! যখন আমরা সুরমার এই সামান্য শলাকায় অস্থির হয়ে পড়ি তবে কুদৃষ্টির কারণে যদি **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের চোখে যদি আগুনের শলাক লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে?

১ হিলয়াতুল আউলিয়া ২/২৭৭ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ২২১৭
২ আলমগীরি ৫/৩২৯ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

নারীর চাদরও দেখো না

হযরত সায়্যিদুনা আলা বিন জিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: لَاتَتَّبِعْ بَصَرَكَ رِدَاءَ الْمَرْاَةِ فَاِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ فِي الْقَلْبِ شَهْوَةً অর্থাৎ আপন দৃষ্টিকে নারীর চাদরের উপরও ফেলবে না, কেননা দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।[১]

সদরুশ শরীয়া বদরুদ তরীকা মুফতি আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: অপরিচিত নারী যদি খুব মোটা কাপড় পরিধান করে, যাতে শরীর দেখা যায় না, তো ঐ অবস্থায় তার দিকে দেখা যাবে। কেননা এখানে নারীর দিকে তাকানো হয়না, বরং তার কাপড়ের দিকে তাকানো হয়, এক্ষেত্রে শর্ত হলো তার কাপড় আটঁসাট হতে পারবে না। যদি আটসাট সালওয়ার পরাতে শরীরের আকার বুঝা যায় যেমন আটঁসাট সালওয়ার হাটু এবং উরুর পুরো আকৃতি দেখা যায়, এমতাবস্থায় তাকানো নাজায়িয। একইভাবে অনেক নারী খুব পাতলা কাপড় পরে উদাহরণ স্বরূপ আবে রাওয়া (এক ধরনের খুব উৎকৃষ্ট পাতলা কাপড়) বা জালি কাপড় বা পাতলা মসলিন কাপড়ের ওড়না যাতে মাথার চুল বা চুলের কালো রঙ অথবা কাধঁ অথবা কান দেখা যায় এবং কেউ কেউ পাতলা তানজির (খুবই পাতলা ধরনের কাপড়) অথবা জালি কাপড়ের কামিস পরে যাতে পিঠ ও পেট একেবারে (স্পষ্ট) দেখা যায় এমতাবস্থায় তাকানো হারাম। এবং এমতাবস্থায় তার এই ধরনের কাপড় পরাও নাজায়িয।[২]

---

১ শামায়েলে তিরমিযী ২৩ পৃষ্ঠা হাদীস ৭
২ শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া ৫/২৭২ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

মুস্তফার দৃষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ প্রতিটি কাজে শরীয়ত ও সুন্নতের আবশ্যিক অনুসরণ করা। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দৃষ্টি থাকতো। সুতরাং সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন দিকে মনোযোগ দিতেন তখন পুরোপুরি মনোযোগ দিতেন। তার পবিত্র দৃষ্টি নিচু থাকত। তার দৃষ্টি আসমান অপেক্ষা জমিনের দিকে বেশি থাকত। অধিকাংশ সময় চোখ মোবারকের কিনারা দিয়ে তাকাতেন।[১]

উল্লেখিত হাদীসে পাকে এই শব্দ "পুরোপুরি মনোযোগ দিতেন " এর দ্বারা উদ্দেশ্য দৃষ্টি অন্যদিকে রাখতেন না এবং পবিত্র দৃষ্টি নিচু থাকত। অর্থাৎ যখন কোন কিছুর প্রতি তাকাতেন তখন তার প্রতি দৃষ্টি নত করে নিতেন। প্রয়োজন ব্যতিরেকে তার চোখ এদিক সেদিক ঘোরাতেন না। কেবলমাত্র আলিমুল গাইব বা অদৃশ্যেরজ্ঞানী **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোযোগী হয়ে থাকতেন, তার স্বরণে মশগুল আর পরকালের গভীর চিন্তায় বিভোর থাকতেন।[২] আর এই শব্দসমূহ "তার দৃষ্টি আসমান অপেক্ষা জমিনের দিকে বেশি থাকতো" তা সর্বোচ্চ সীমার লজ্জাশীলতার প্রমাণ।

হাদীসে পাকে যা এসেছে যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন আগমন করে কথাবার্তা বলতেন তো অধিকাংশ সময় তার

১ আবু দাউদ ৪/৩৪২ পৃষ্ঠা হাদীস ৪৮৩৭
২ আশয়াত ৪/৫২৬, মাদারিজুন নবুওয়াত ১/৬ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

নিজের দৃষ্টি মোবারককে আসমানের দিকে উঠিয়ে রাখতেন।[১] তো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দৃষ্টি উঠানো অহীর অপেক্ষায় ছিলো। তা নাহলে দৃষ্টি জমিনের দিকে রাখাটা তার স্বভাবগত অভ্যাস ছিলো।

আক্কা কি হায়া সে জু'কি রেহতি নযরে আকসার,
আঁকো পে মেরে ভাই লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোখের কুফ্‌লে মদীনার জন্য মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একজন ব্যক্তি বলল: ইয়া সায়্যিদি! আমি দৃষ্টি নত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে চাই। বললেন: এই মানসিকতা তৈরি করুন: আমার চোখ অন্য কাউকে কীভাবে দেখবে? এর পূর্বে তো একজন স্রষ্টা (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) আমাকে দেখছেন।[২]

"আল্লাহ আসমান থেকে দেখছেন" এটা বলা কি ঠিক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায় যদি বাস্তবিক অর্থে আমাদের মনে একথা চিরতরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যেতো যে **আল্লাহ** আমাদেরকে দেখছেন। যদি এ কাজ বাস্তবে রূপ নিতো, তবে আমাদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতো না। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা মনে রাখবেন যে কিছু লোককে এমন বলতে শোনা যায় যে **আল্লাহ পাক**

১ ইহইয়াউল উলুম ৫/১২৯ পৃষ্ঠা
২ কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব ১০৪ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

আসমান থেকে দেখছেন। এমন বলা কখনো উচিৎ নয়, কারণ তা কুফরী বাক্য। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত "কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" (উর্দু) কিতাবের ১০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

প্রশ্নঃ কু-দৃষ্টি প্রদানকারী ব্যক্তিকে ভয় লাগানোর উদ্দেশ্যে একথা কি বলা যাবে, যে **আল্লাহ** আসমান থেকে দেখছেন?

উত্তরঃ বলা যাবে না, কারণ তা কুফরী বাক্য। ফতোওয়ায়ে আলমগীরি ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে; **আল্লাহ পাক** আসমান থেকে অথবা আরশ থেকে দেখছেন এমন বলা কুফরী। তবে কু-দৃষ্টি বা যে কোন প্রকারের গুনাহাগার ব্যক্তির মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়া, যে **আল্লাহ** দেখছেন। যেভাবে ৩০ পারার সূরা আলাকের ১৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰى ﴿۱۴﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আলাক, আয়াত: ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তারা কি জানে নে যে **আল্লাহ** দেখছেন?

প্রচার মাধ্যম

আফসোস! প্রচার মাধ্যম (মিডিয়া) অর্থাৎ রেডিও, টিভির বিভিন্ন চ্যানেল অসংখ্য সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এরা বেহায়াপনায় প্রসারে ব্যস্ত আছে। যার কারণে সমাজে দ্রুতগতিতে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহাপনার অগ্নিশিখায় পতিত হচ্ছে, যার কারণে বিশেষত

www.dawateislami.net

নতুন প্রজন্মের চারিত্রিক অধঃপতন অত্যাধিক আমলহীনতার শিকার হচ্ছে। সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, অহেতুক অনুষ্ঠান/ পার্টি রীতিনীতিতে পরিণত হচ্ছে। অধিকাংশ ঘর আজ সিনেমা হল অধিকাংশ আলাপ আড্ডা আজ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং ঈমানের উপর কুদৃষ্টি পড়েছে। শয়তানের ইশারায় কুফরী সংস্কৃতির অশুভ শক্তি গানের মধ্যে কুফরী কথাবার্তায় এমন এমন বিষ মিশিয়ে দিয়েছে যে যেগুলো মনের খুশি সহকারে শোনে, গুনগুনিয়ে গাওয়া পর্যন্ত কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। এর উদাহরণ আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান গানের ৩৫টি কুফরি সংক্ষিপ্ত পেশ করা হয়েছে। যার লিখিত সংকলিত মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশ করেছে যেটি পড়লে আপনার অন্তর কেঁপে উঠবে এবং সারা জীবনের জন্য গানের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। অজ্ঞতাবশত এতোদিন পর্যন্ত যা শুনেছেন তার জন্য লজ্জিত হবেন যে আমি এতই অনুভূতিহীন হয়ে গেছি আমার বিবেক মরে গেছে যে আমার রবের শানে বেয়াদবি করা হচ্ছিলো আর আমি তা শুনে যাচ্ছিলাম। বুঝার উদ্দেশ্য একটি পঙ্খতি উল্লেখ করা হয়েছে।

তুজ কো দি ছুঁরত পরী সি দিল নেহী তুজ কো দিয়া
মিলতা খোদা তো পৌছতা ইয়ে যালিম তো নে কিঁউ কিয়া।

এই পংক্তি দু'টিতে স্পষ্ট কুফরী বিদ্যমান

(১) **আল্লাহ পাক**কে জালিম বলা হয়েছে।

(২) **আল্লাহ পাকের** ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

কেউতো আর দেখছে না!

হযরত সায়্যিদুনা ফারক্বাদ সাবখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: মুনাফিক যখন দেখে যে, কেউ (দেখার লোক) নেই, তখন সে খারাপ জায়গায় গমন করে। সে এ বিষয়ে সতর্ক যে, কোন মানুষ যেন না দেখে কিন্তু **আল্লাহ পাক** যে দেখছেন এ বিষয়ে সে মনোযোগী হয় না।[১]

চুপ কে লোগো সে কিয়ে জিস কে গুনাহ,
ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে।

দৃষ্টি নত রাখার এক 'অনন্য' উপায়

হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন আবি সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামায পড়তে গেলেন। যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন, আজ আপনি কয়জন নারীকে দেখেছেন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নীরব রইলেন, যখন তার স্ত্রী বেশি জোর করতে লাগলেন তখন বললেন: ঘর থেকে বের হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমার পায়ের আঙ্গুলই দেখিছি।[২]

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ** ওয়ালাগণ প্রয়োজন ব্যতীত বিশেষত মানুষের ভিড়ে এদিক সেদিক তাকাতেন না, যাতে শরীয়তে যাদের ব্যাপারে অনুমতি নেই তাদের দিকে চোখ না পড়ে (সেই আগেকার নেক বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে) সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

১ ইহইয়াউল উলুম ৫/১৩০ পৃষ্ঠা
২ মাওসুয়াতিল ইমামু ইবনে আবিদ দুনিয়া ১/২০৫ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

বর্ণনা করেন: নেককার বান্দারা অহেতুক এদিক সেদিক তাকানোকে অপছন্দ করতেন।[১]

আঁক উঠতি তো মে জুন্‌জুলা কে পলক সি লেতা,
দিল বিগাড় তা মে গাবড়া কে সাম্বালা করতা।[২]

অন্যের দিকে মনোযোগী হওয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। কেউ তার ইবাদতে এইজন্যও মগ্ন থাকতেন যে তাদের অন্তরে **আল্লাহ**র ভয়ে প্রকম্পিত থাকতো। যদি কোন অলসতা চলে আসতো, সাথে সাথে তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করতেন। যেমন "এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তির" ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। অন্যদিকে কেউ কেউ আছেন যারা মহান রব তায়ালার ইবাদত জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য নয়, বরং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই করেন। যদি এমন ব্যক্তিগণ অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও **আল্লাহ পাকের** দরবার হতে অমনোযোগী হতেই তখন তৎক্ষণাৎ তাদের সতর্ক করে দেওয়া হতো। এমন যাতে আর না হয়। যেমন সায়্যিদুনা আবু ইয়াকুব নাহারজুরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যার একটা চোখ ছিলো না।আর সে এই দোয়া করছিলো: হে **আল্লাহ** আমি তোমার কাছে তোমার আশ্রয় প্রার্থণা করছি। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি ধরনের দোয়া?

১ মাওসুয়াতিল ইমামু ইবনে আবিদ দুনিয়া ১/২০৪ পৃষ্ঠা
২ যওকে নাত, মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

তখন সে বলল আমি পঞ্চাশ বছর ধরে বায়তুল্লাহ শরীফের খেদমত করছি কখনো কারো দিকে চোখ তুলে তাকাইনি, একদিন আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম তখন তার সৌন্দয্যের প্রশংসা করে বসলাম। হঠাৎ একটি থাপ্পড় এসে লাগলো, যাতে আমার চোখ আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেলো ব্যথার তীব্রতায় মুখ দিয়ে উহ শব্দ বের হলো। তখন দ্বিতীয় থাপ্পড় এসে লাগলো, আর কেউ একজন বলে উঠলো তুমি যদি আবার উহ করো তবে আরও বেশি মারবো।[১]

আমাদের কি করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে পরিবারের লোকজনের ভরনপোষণের দায়িত্ব পুরুষের যা সে পালন করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। যেমন কেউ ব্যবসা অথবা চাকরী ইত্যাদি করে। আর কখনো ঘরে বসে উপার্জন করা সম্ভব নয়, এই জন্য অবশ্যই বাইরে বের হতে হবে। আর বর্তমান যুগে বাইরের অবস্থা কারো অজানা নয়। এমন পরিস্থিতিতে দৃষ্টির হিফাযত অতীব জরুরী, আর এর জন্য আমাদের প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। আর তা হলো এই, নিজের ঘরেও দৃষ্টি নত রাখতে চেষ্টা করুন। হায়! যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দান করা এই মাদানী ইনআমাত "চোখের হিফাযতের অভ্যাস তৈরি করার জন্য শোয়ার সময় ব্যতীত কমপক্ষে ১২ মিনিট চোখ বন্ধ করে রেখেছেন?" এর উপর আমল করার সৌভাগ্য হয়ে যেতো! নিয়্যত করে নিন যে দৃষ্টির হিফাযতের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন

১ বাহরুদ দুমুয়ি ৫৭ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

কম্পক্ষে ১২ মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখবো। আর ঐ সময় অহেতুক বসে না থেকে আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকুন। ঈমানের নিরাপত্তা, সাকরাতের যন্ত্রণা এবং কবর ও হাশরের অবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করুন। কখনো জান্নাত, অথবা জাহান্নামের কল্পনা করুন। **আল্লাহ পাকের** দানকৃত অসংখ্য নিয়ামতের কথা ভাবুন। আপনার গুনাহের কথা মনে করুন। নিজেকে এই ভাবে ভয় দেখান যদি **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাগ করেন তবে আমার অবস্থা কি হবে? কি আশ্চর্য! হয়তো অনুতাপে অশ্রু বয়তে থাকবে, আমাদের তরী হয়তো পার হয়ে যাবে। **আল্লাহ পাকের** অমুপেক্ষীতার ব্যাপারে আমাদের সদা সর্বদা ভীত থাকা উচিত আর সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত যদিও ঐ গুনাহ দেখতে ছোট মনে হয়। এটা অসম্ভব না, যে গুনাহকে আমরা ছোট মনে করছি সেই গুনাহ হয়তো **আল্লাহ পাকের** নিকট চির অসন্তুষ্টির কারণ হবে যাবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গের হিফাযত করা উচিত। এই বিষয়টিকে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার এক পংক্তি এইভাবে লিখেন:

দোযখ কি কাহা তাব হে কাময়ুর বদন মে,
হার অযব কা আত্তার লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

মোটর সাইকেল বিক্রি করে দিলেন

মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চোখের কুফ্‌লে মদীনার

www.dawateislami.net

ব্যাপারে খুবই মনোযোগী ছিলেন এবং কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এই কথার সমর্থন এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে তিনি তাঁর মোটর সাইকেল এইজন্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন যে চালানোর সময় না মুহরিম নারী সামনে পড়ে গেলে চোখের হিফাযত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আমার একবার একটি গাড়িতে মুফতি ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সফর করার সুযোগ হয়েছিলো। আমি তাঁকে লুকিং গ্লাসের বাইরে তাকাতে দেখিনি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ড্রাইভিং করার সময় বেগানা নারীদের থেকে চোখে হিফাযত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা ছিলো ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাক্বওয়া ও খোদাভীতি যার কারণে কুদৃষ্টির পড়ার আশাঙ্কায় ড্রাইভিং করা ছেড়ে দিয়েছিলেন আর বাইক বিক্রি করে দিয়েছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে গুনাহ থেকে বাচাঁতে এবং নেকীর কাজে উৎসাহ বাড়াতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার পাশাপাশি অহেতুক দৃষ্টি এবং সবধরনের অনর্থক কাজকর্ম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লিখক
১	কুরআন মাজিদ	কালামে বারি তায়ালা আল মদীনা বাবুল মদীনা করাচি
২	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ওফাত ১৩৪০ হিজরি, মাকতাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচি
৩	সহীহ বুখারি	ইমাম আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ঈসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ওফাত ২৫৫২ হিজরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
৪	মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল,ওফাত ২৪১ হিজরি, দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিজরি
৫	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হিজরি, দারে ইবনে হাজম, বৈরুত ১৪১৯
৬	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরি
৭	সুনানে তিরমিযি	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯, দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিজরি।
৮	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআত সাজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিজরি, দারে ইহয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত ১৪২১ হিজরি
৯	মাওসুয়াতি ইবনে আবিদ দুনিয়া	হাফিজ ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী, ওফাত ২৮১ হিজরি, মাকতাবাতুল আসরিয়া বৈরুত, ১৪২৬ হিজরি।
১০	আল মু'জামুল কবির	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিজরি, দারে ইহয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত ১৪২২ হিজরি।
১১	হিলয়াতুল আউলিয়া	আবু নাঈম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আসফাহানী শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হিজরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯।
১২	শূয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিজরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৩	মু'জামুয যাওয়ায়িদ	হাফিজ নুর উদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর হায়তামী, ওফাত ৮০৭ হিজরি, দারুল ফিকির, বৈরুত।

www.dawateislami.net

১৪	আশিয়াতুল লুমআত	শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, ওফাত ১০৫২ হিজরি, কোয়েটা।
১৫	মিরআতুল মানাযীহ	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওফাত ১৩৯১ হিজরি যিয়াউল পাবলিকেশেন্স
১৬	হেদায়া	বোরহান উদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর মারগিনানী, ওফাত ৫৯৩ হিজরি, দারে ইহয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত।
১৭	আদ দূররে মুখতার	মুহাম্মদ ইবনে আলাল মারুফ বা'লা উদ্দিন হাসকাফী, ওফাত ১০৮৮ হিজরি, দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২০ হিজরি।
১৮	আল ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া	আল্লামা শায়খ নিযাম উদ্দিন, ওফাত ১১৬১ হিজরি, জামআতে মিনাল ওলামায়ে হিন্দ, দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪০৩ হিজরি।
১৯	দূররে মুখতার	মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদীন শামী, ওফাত ১২৫২ হিজরি, দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২০ হিজরি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ۞ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ۞ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৩৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৫৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net